দস্যুরাণী ক্যাপ্টেন আমাজন

By Lee Falk and Sy Barry

Sunday adventure 30 July 1989 – 07 January 1990

আমার ঠাকুমা এটা বানিয়ে দিয়েছে।
তোরটা আর এমন কি ! এই দ্যাখ, আমার ঠাকুমা তৈরি করেছে !
ঠাকুমা !

বাবা, আমাদের কোনও ঠাকুমা নেই।
নিশ্চয়ই আছে। কুড়ি জন।
কুড়িজন মানে তোদের বাবার পূর্বপুরুষদের স্ত্রী
পূর্বপুরুষ কাকে বলে মা ?

এই যে এখানে ঠাকুমাদের কথা···আমার মা···তোদের ঠাকুমার গল্প···
···যৌবনে মা খুব সুন্দরী ছিলেন···তাঁকে ভালোবাসতেন এক রাজপুত্র। কিন্তু ঠাকুমাকে তিনি বন্দী করে রেখেছিলেন···
অরণ্যদেবের খুলিগুহায়··· পারিবারিক ইতিহাস

আমার বাবা তো মাকে উদ্ধার করতে গিয়ে ধরা পড়লেন··· বাবার ওপর খুব অত্যাচার করলেন সেই রাজপুত্র··· তারপর একদিন অত্যাচারের শেকল ছিঁড়ে গেল···

চললাম !
বাবা তো মাকে উদ্ধার করলেন··· ওঁদের বিয়ে হল··· তারপর আমি জন্মালাম··· এই হলেন তোদের ঠাকুমা···

এবার শোন্ প্রথম অরণ্যদেবের কাহিনী···
তিনি জলদস্যুদের একটি জাহাজ আক্রমণ করলেন··· মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধা ছিলেন এক সুন্দরী মহিলা

আপনি মহান···
আরে,না,না···
"সেই মহিলা ছিলেন স্পেনা দেশের রাজকন্যা। মুক্তিপণের জন্য ওঁকে ধরা হয়েছিল। প্রথম অরণ্যদেব রাজকন্যাকে এরপর বিয়ে করেছিলেন।"
7/30

এবার দশম অরণ্যদেবের কাহিনী··· খুব মজার···
হ্যাঁগো, তুমি বলেছিলে— পঞ্চম অরণ্যদেবের স্ত্রী নাকি ছিলেন অদ্ভুত ধরনের !
হ্যাঁ, একটু আলাদা ধরনের।
বাবা, সেই ঠাকুমার গল্প বলো।
আগামী সংখ্যায় অন্য মহিলাদের কাহিনী

চতুর্থ অরণ্যদেব বিয়ে করেছিলেন এক মহারাজার কন্যাকে।
তোমার বাবাকে বলবে না ?
কোনো দরকার নেই। চলো।
কেন বাবাকে বলতে চাওনি বুঝতে পারছি।

খুলি গুহা… অরণ্যদেবের পারিবারিক ইতিহাস…
অরণ্যদেবদের ইতিহাস প্রায় থেমে যেতে বসেছিল তৃতীয় অরণ্যদেবের সময় থেকে। তিনি ইংলন্ডে পড়তে গেছিলেন। কিন্তু শেকসপীয়ারের দলে ঢুকে পড়েছিলেন অভিনেতা হওয়ার জন্য…
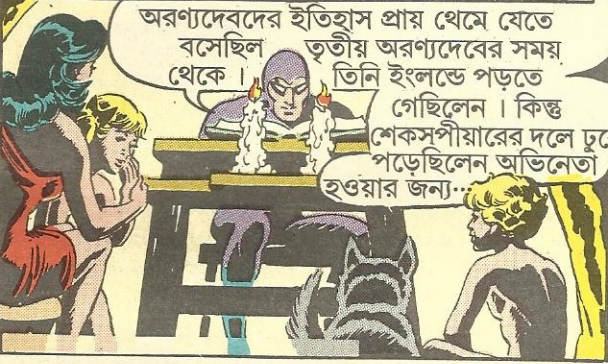
দ্বিতীয় অরণ্যদেব ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে গেছিলেন কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন

"টু বি অর…
"…নট টু বি।" আবার।
*!#৫!

"তবে তৃতীয় অরণ্যদেব তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে এলেন তাঁর বাবার মৃত্যুমুহূর্তে…"
আশীর্বাদ নাও…

দশম অরণ্যদেব দেখতে পেয়েছিলেন, একটি স্ক্যানডিনেভিয়ান জাহাজ দুর্ঘটনায় পড়ে ডুবে যাচ্ছে…

"তিনি তো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের সুন্দরী মেয়েকে উদ্ধার করলেন এবং বিয়েও…"
৪/৬
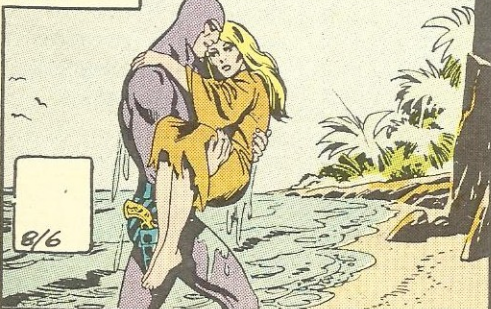
এবার সপ্তম অরণ্যদেবের কাহিনী। আমি যখন যেটা পাচ্ছি, বলছি…
বাবা, তুমি এখনও পঞ্চম অরণ্যদেবের স্ত্রীর কাহিনী বললে না তো ? তুমি বলেছিলে, তিনি নাকি অদ্ভুত ধরনের মহিলা ছিলেন…
ঠিক তাই।
ক্রমশ ● ২

আগামী সংখ্যায় : পঞ্চতমা
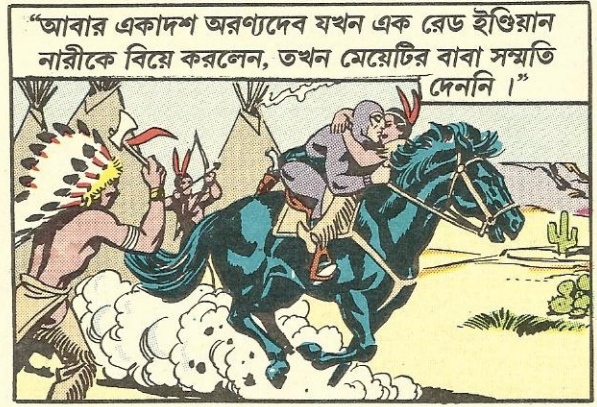
অষ্টাদশ শতকের বোস্টন নগর। এক জাহাজের ক্যাপ্টেন মি· অ্যাডামের স্ত্রী-র শবযাত্রা অনুষ্ঠান।
আমাকে আবার বেরিয়ে পড়তে হবে। মা, তুই এবার থেকে পিসির কাছে থাকবি।
ADAMS
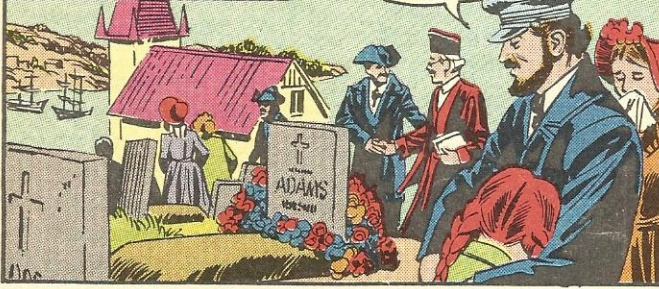
না, না, তুমি আমাকে নিয়ে চলো।
আর একটু বড়ো হও। তখন নিয়ে যাব।

বাবা, তুমি যে বললে পঞ্চম অরণ্যদেবের স্ত্রী সম্পর্কে বলবে। কই বলো!
নিশ্চয় বলব। তার আগে শোন··· আড়াইশ বছর আগে নানা দেশের জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি জমাত···
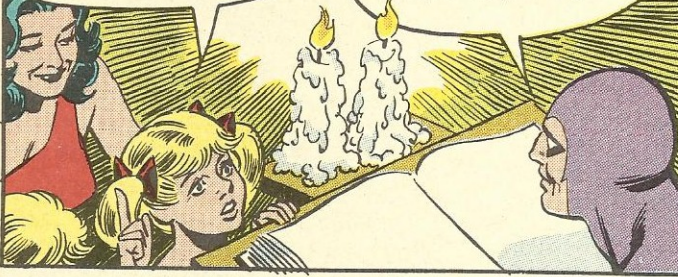
"আমেরিকা, বৃটেন, পর্তুগাল, স্পেন, হল্যান্ড, আর এশিয়ার বিভিন্ন দেশ···

"সমুদ্র-পথে আর এক ধরনের জাহাজ থাকত— তা হল জলদস্যুদের।

"সেই সব জাহাজের মালিক নাম-করা জলদস্যুরা— 'কালোদাড়ি', 'খুনে জেরেমিয়া', 'হিংস্র মুয়েতো'···

আমেরিকার বোস্টন বন্দর থেকে সুদূর চীনের উদ্দেশে যাত্রা করল অনেকগুলি জাহাজ···
বাবা, এবার আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমি বড় হয়ে গেছি।
না মা, এবারের সমুদ্র-যাত্রা ভয়ানক। পদে পদে বিপদ। তোকে সঙ্গে নিতে পারব না।
৪/২০
ক্রমশ ৪

জুলিয়েট, চীনে পৌঁছতে আমাদের দু' বছরের ওপর লেগে যাবে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথের দুধারে বিপদ ওৎ পেতে আছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলদস্যু, নরখাদক… আরও কত ভয়ংকর বস্তু…. তোকে কি করে নিয়ে যাব ?

আমি জানি বাবা। কিন্তু তুমি মায়ের সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলে —'তুই বড় হলে তোকে নিয়ে যাব।' আমি কি বড় হইনি !
ঠিক আছে। আর না বলব না।

আড়াই শো বছর আগেকার ঘটনা। জুলিয়েট তো ওর বাবা ক্যাপ্টেন অ্যাডামসের সঙ্গে চীন-যাত্রায় বেরিয়ে পড়ল।
জুলিয়েটই কি পঞ্চম অরণ্যদেবের স্ত্রী ?
পরে বলব। আগে সবটা শুনে নে।

ওই যে উত্তমাশা অন্তরীপ।… দি হর্ন অফ আফ্রিকা…
"সুয়েজ খাল বলে তখন কিছু ছিল না।"

মহারাজ, পিয়ানোটা উল্টো করে রাখা আছে।
তাই! এখানকার কেউ জানেই না…
যাত্রাপথে সামান্য বিরতি।… জাঞ্জিবারের সুলতানের রাজ্য… বিনোদনের নানান আয়োজন…

দারুণ! দারুণ!
8/27

আমি তোমাকে কুড়িজন মহিলা আর চল্লিশটা গরু দেব। তুমি মেয়েটাকে আমায় দাও।
!
দুঃখিত মহারাজ। আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করা অসম্ভব।

এর পর তো ওঁরা কোনোক্রমে পালিয়ে বাঁচলেন।

ক্রমশ ●৫

বাবা, তুমি বলেছিলে, এই সমুদ্রযাত্রা সব সময় খুব ভয়ানক। কিন্তু কই !! কিছুই তো ঘটছে না।
জুলিয়েট, এ আমাদের ভাগ্য। কিন্তু খারাপ কিছু ঘটতে কতক্ষণ…

ক্যাপ্টেন… জলদস্যু !
ইস্, আমার কথা মুখ থেকে খসতে না খসতেই !

দক্ষিণ চীন-সমুদ্র তখনকার দিনে এশিয় জলদস্যুদের স্বর্গরাজ্য ছিল…
"কিন্তু আমেরিকার সেই দ্রুতগামী জাহাজগুলোকে জলদস্যুরা ধরতে পারল না।"

"যাইহোক, ক্যাপ্টেন অ্যাডামস ও তাঁর মেয়ে তো শেষ পর্যন্ত চীনের ক্যান্টন বন্দরে গিয়ে জাহাজ নোঙর করলেন।…

"ওখানকার বাজার থেকে তাঁরা নানান মূল্যবান রেশম, মশলা, চা, কারুকার্যকরা কাঠের জিনিসপত্র কিনলেন…"
আঃ, কি সুন্দর !

বাবা, তুমি সব কিছু কিনেছো তো !
হ্যাঁ মা। এবার আমরা যাব দক্ষিণ ভারতে। সেখানে কিনব হাতির দাঁত আর মণিমুক্তো।

গোয়া তখন ছিল পর্তুগীজ উপনিবেশ। ওখানে জলদস্যুর ভয় ছিল না, তবে পর্তুগীজ অফিসাররা ছিলেন দুর্নীতিগ্রস্ত।
বাবা, লোকগুলোকে সুবিধের মনে হচ্ছে না।
হুম, আমারও তাই মনে হচ্ছে।…
৭/৩

আমরা জাহাজের মালপত্র বাজেয়াপ্ত করব। এগুলো চুরি করে দেশে নিয়ে যাচ্ছেন।
না, না, এগুলো পয়সা দিয়ে আমরা কিনেছি।
তোমাকেও আটকে রাখব !
!
ক্রমশ ● ৬

পয়সা দিয়ে কিনেছি। চোপ,বড় বড় কথা। আমি বলছি তুমি জলদস্যু। এই জাহাজটাই চুরি করেছ।
মিথ্যে কথা। আমি প্রমাণ দেখাতে পারি, এগুলো আমরা চীন থেকে সওদা করেছি।

এই দেখুন জিনিস কেনার রসিদ, চুক্তিপত্র, বিনিময়ের দলিল— সব কিছুই আমার কাছে আছে!
ওরে, তুই এগুলোকে প্রমাণ ঠাউরেছিস ?

আমার পূর্বপুরুষ পঞ্চম অরণ্যদেবের কাহিনী···
এসব নকল কাগজ। আমরা তোর জাহাজ বাজেয়াপ্ত করলাম। জলদস্যুদের আমরা গুলি করে মেরে ফেলি।
আমার বাবা নিরপরাধ, সৎ।

তবে নারী-দস্যুদের ছেড়ে দিই, তারা আমাদের প্রাণের কলিজা।
!
সরে যা শয়তান, আমার মেয়ের গায়ে হাত দিবি না।

টিসুম
মার ব্যাটাকে। তারপর খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেল। দেখি ব্যাটা কিভাবে বাঁচতে পারে।
না।
হ্যাঁ।

৭/১০
এক রহস্যময় আগন্তুক, শয়তান অফিসারদের কাণ্ডকারখানা দেখে চুপি চুপি এসে উপস্থিত হলেন ···

তোমার এমন বাপের মরে যাওয়াই ভালো। এবার থেকে আমি তোমায় দেখব··· আহ···
“আত্মরক্ষার জন্য জুলিয়েট চকিতে আঘাত করল।···

রেডি···তাক্ করো···
দাঁড়াও, নইলে তুমি আমার হাতে মরবে।
ফুলের মতো সুন্দর জুলিয়েট এর আগে কখনও অস্ত্র চালায়নি···

ওই রহস্যময় লোকটি কে বাবা ?
আমি বলব…উনি নিশ্চয়ই পঞ্চম অরণ্যদেব ।
হেলোয়াজ ঠিক বলেছে । উনি সেই মুহূর্তে এসে গেছিলেন…

"অরণ্যদেব দেখলেন জুলিয়েট তার বাবাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে…"
ওদের বন্দুক নামাতে বলুন, না হলে…
এই মেয়েটাকে গুলি কর !

পারিবারিক ইতিহাস থেকে পঞ্চম অরণ্যদেব ও জুলিয়েটের কাহিনী…
?!
??

শয়তানদের চোয়ালে অরণ্যদেবের করোটী-চিহ্ন আঁকা হয়ে গেল…

ওদের গুলি ছুঁড়তে বারণ করো… না হলে তুমি মরবে…
গুলি করবি না ।

তাড়াতাড়ি আপনাদের জাহাজে চলে যান ।
আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন !
?

না…, আপনারা যত শীঘ্র সম্ভব, এখান থেকে সরে পড়ুন, আমি ততক্ষণ এই বদমাসগুলোকে আটকে রাখছি ।

তুমি কিছুতেই ওদের পালিয়ে যেতে দিতে পারবে না ।
ওঁরা চলে গেছেন ! ওই যে…
লোকটি কে… !

ক্রমশ ● ৮

ভদ্রলোক যেই হোন না কেন ... আমার জন্য যা করলেন তা ভোলবার নয় ...

ওঁদের জাহাজ বন্দর থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। আপনি আর ওঁদের ধরতে পারবেন না।
ওদের বদলে তোকে ধরব শয়তান ... তারপর তোর মৃত্যুদণ্ড হবে ...

প্রায় তিন শতাব্দী আগের ঘটনা। অরণ্যদেব বদমাসদের শায়েস্তা করলেন
আমাকে মেরে ফেলা অত সহজ নয়
© 1989 King Features Syndicate, Inc. World rights reserved

আমার সঙ্গে আবার আপনার দেখা হবে।
গুলি কর, বুদ্ধু !
"অরণ্যদেব মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।"

দুম, দুম
দুম,

লোকটা কোথায় গেল বলতো !
হাওয়া হয়ে গেছে ...
ভূত নাকি রে
9/24

"ক্যাপটেন অ্যাডামস শয়তানদের আঘাত সহ্য করতে না পেরে মারা গেলেন। তাঁকে সলিলসমাধি দেওয়া হল। ..."

"এদিকে গভীর শোকের ভেতরেও জুলিয়েটের মনে পড়ল সেই রহস্যময় মুখোসধারীর কথা ... যিনি ওকে রক্ষা করেছেন ..."
মানুষটা কে ? কেন এলেন ?
ক্রমশ ● ৯

"জুলিয়েট এবং তার নিরীহ সঙ্গীসাথীরা গোলাগুলি ছোড়ার শিক্ষা নিল ... এছাড়া ওদের সামনে আর কোনও পথ খোলা ছিল না ..."

"তারপর একদিন শান্ত সুন্দর জুলিয়েট পরিণত হল জলদস্যুতে । তার নাম হল জলদস্যুরানী ক্যাপটেন আমাজন ! সাত সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ল তার নাম !"

"পৃথিবীর সব বন্দরে তখন জলদস্যুরানী ক্যাপ্টেন আমাজনের সম্পর্কে আলোচনা ... ভীতি ...

"আমাজনের নাম পৌঁছে গেল ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে জলদস্যুদের স্বর্গরাজ্য সাবা-য় ..."

"ক্যাপ্টেন আমাজনের জাহাজ অন্যদের আক্রমণ করত একমাত্র আত্মরক্ষা করার জন্য ...
অরণ্যদেবের পারিবারিক ইতিহাস : পঞ্চম অরণ্যদেবের কাহিনী
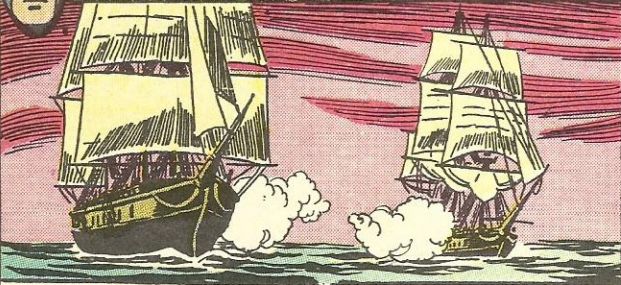
"সেইসব জাহাজ থেকে জুলিয়েটের লোকেরা সংগ্রহ করত কেবল খাদ্যদ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র আর গুলিগোলা ...
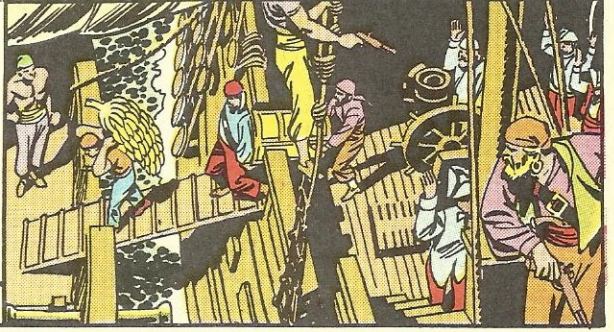
"অধিকৃত জাহাজের লোকজনের সঙ্গে ক্যাপ্টেন আমাজন কখনও খারাপ ব্যবহার করত না ... বরং লুঠের বিনিময়ে তাদের সোনাদানা দিত ...
... আশা করি তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। লুঠ করার পরও যা খাবার-দাবার আছে তাতে তোমাদের দিব্যি চলে যাবে।

টিসুম
"এদিকে পঞ্চম অরণ্যদেব পৃথিবী জুড়ে শয়তানদের শাসন করছেন। ...
গদাম

"অরণ্যদেবও সমস্ত কাজের মধ্যে জুলিয়েটের কথা ভাবতেন ... কখনও ভুলতে পারেননি ...
সেই সুন্দর মেয়েটি এখন কোথায় কে জানে ?
10/8

"আবার জুলিয়েট—তখন জলদস্যুরানী ক্যাপ্টেন আমাজন—সবসময় অরণ্যদেবের কথা চিন্তা করত ..."
মানুষটা বেঁচে আছে তো ! হায়, কি করে ওঁর দেখা পাব ... আর একটিবার ... কোথায় তিনি ?
ক্রমশ

ক্যাপ্টেন আমাজনের (জুলিয়েট) 'জলদস্যু-জাহাজ' !

ওরা গোলা ছুড়ছে ! ঠিক আছে ! এগিয়ে চলো। ওরা যুদ্ধ করতে চাইছে ! তাই হবে !

ক্রমশ ●১২

ক্যাপ্টেন, ওদের শক্তি তোমাদের চেয়ে বেশি। লড়াই করার চেষ্টা কোরো না।
অনেক দেরি হয়ে গেছে! জলদস্যুরানী আমাজনের সঙ্গে কে লড়বে!

আমরা আত্মসমর্পণ করছি!
অষ্টাদশ শতাব্দী··· ক্যারিবিয় সমুদ্রে···

ক্যাপ্টেন আমাজন আমরা শান্তি চাই···
আপনারা প্রথমে আমাদের দিকে গোলা ছুঁড়েছিলেন। ভুল করেছেন। তবু আপনাদের ছেড়ে দিচ্ছি

ক্যাপ্টেন আমাজন! আরে এ তো জুলিয়েট!
আমাদের জাহাজের ক্ষতি করার জন্য আপনাদের খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র, বন্দুক, গোলাগুলি, জামাকাপড় সব নিয়ে নেব।

তবে এই চীনের রেশমি কাপড় আর সুগন্ধ দ্রব্যগুলো আপনাদের বউ-মেয়েদের জন্যে নিয়ে যান।

ওরে বাবা, আমি তো শুনেছিলাম ক্যাপ্টেন আমাজন ভীষণ নিষ্ঠুর, খুনে। কিন্তু এ যে দেখছি খুব দয়াবতী মহিলা!
আবার উপহার···

পঞ্চম অরণ্যদেব ক্যাপ্টেন আমাজনের জাহাজের দিকে ঝাঁপ দিলেন।
10/22

ক্রমশ ● ১৩

বাণিজ্য জাহাজ জয় করে জলদস্যুদের জাহাজ ছুটে চলেছে
জলদস্যুদের জাহাজে উঠে এলেন পঞ্চম অরণ্যদেব ।

অষ্টাদশ শতকের কাহিনী । ক্যাপ্টেন আমাজনের জাহাজ এসে পৌঁছল জলদস্যুদের স্বর্গরাজ্য সাবা দ্বীপে ।
10/29
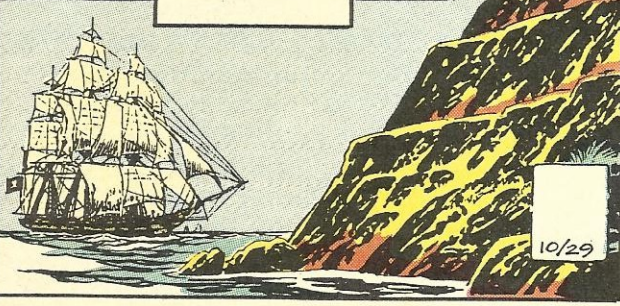
এখানে থাকা- খাওয়ার জন্য সোনা-দানাগুলো নিয়ে এসো । আর বন্দুকও নিয়ে চলো । এখানে খারাপ লোকের অভাব নেই ।

আমাজনের সঙ্গী-সাথীরা পাহাড়ের খাড়াই সিঁড়ি দিয়ে সাবা দ্বীপের দিকে চলে গেল…

ভাবতেই পারছি না সেই শান্ত সুন্দর জুলিয়েট আজ জলদস্যুরানী ক্যাপ্টেন আমাজন…

ওপরে…জলদস্যুদের শহর…
ওই যে জলদস্যুরানী আমাজন আসছে !
দেখতে দারুণ ! না রে !
ওকে আগে একবার দেখেছি !
TAVERNA

?
!

ক্রমশ ●১৪

জুলিয়েট(ক্যাপ্টেন আমাজন) ..
সাবায় এসে পৌছল..

ও তখনো জানেনা যে... বহু-আগের হারিয়ে যাওয়া
এক বন্ধু ওকে অনুসরণ করে চলেছে।

১৮শ শতাব্দীর শাবা ... জলদস্যুদের স্বর্গরাজ্য ...
পিছু হট্ শয়তানের দল, ও আমার।
!

আমি ক্যাপটেন জুয়ান মুয়ের্তো। তোমার সাথে পরিচিত হয়ে আমি আনন্দিত, ক্যাঃ আমাজন।
এই আনন্দ শুধু তোমার তরফের ...

...আমার নয় কিন্তু !
চটাস্
হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ

ইঃ, খুব বুনো বেড়াল, তাই না? এবার তোকে আমি পোষ মানিয়ে ছাড়ব !

এখানে একটা লোক ছিল না? গেল কোথায়?
FALK & BARRY 11/5

ধরেছি !
!

ক্রমশ

ধর ওকে !
হ্যাঁ !

অরণাদেব তার লুকানো ছুরিটা বের করে....
ভারী !
টানতে থাক্ !

১৮শ শতাব্দী ; ৫ম অরণাদেব শাবায় ... জলদস্যুদের স্বর্গরাজ্য ...
দেখা যাক কাকে ধরেছি !
আরে ... এই জালটা তো কাটা !!

দাম !
ঢিশুম !

দেখ কিভাবে জুয়ান মুয়ের্তো এই বুনো বেড়াল কে পোষ মানায় !
না !

তোমাদের বন্দুক ফেলে দাও ...
... অথবা মর !

এই বুনো বেড়ালকে আমি পোষ মানাব। কারওর সাহস আছে আমায় আটকানোর ?

আমার আছে !
গুড়ুম !
?
!
FALK & BARRY 11/12

গু-ড়ু-ম!
!
?!

তুই আমায় চ্যালেনজ জানাচ্ছিস?

১৮শ শতাব্দী : ৫ম অরণ্যদেব... মার্শাল আর্ট ব্যবহার করছে, যা তখন পশ্চিমের দেশে অজানা ছিল...
আমি তোকে খুন করব! উফফ্...
তুমি জুয়ান মোয়ার্তো, চেষ্টা করে দেখ!

ধ-পা-স!

জুলিয়েট... আর ওর নায়ক... যার সাথে ওর দক্ষিণ-চীন সমুদ্রে শেষ দেখা হয়েছিল...
অভিনন্দন ক্যাপ্টেন আমাজন।
তুমি সতিই এসেছো..... ওঃ, সব স্বপ্নের মত লাগছে....

জুলিয়েট... এই দ্বীপ খুনী-বদমাশে ভর্তি, তোমার এখানে থাকা উচিত নয়... এখনি জাহাজে ফিরে যাও।
যাব... যদি তুমি আমার সাথে আসো....
FALK & BARRY 11/19

এত তাড়াহুড়ো কোরোনা, মখোশধারী দস্যু। আমি, ক্যাপ্টেন জোনথন ব্লাড, এই সুন্দরীকে দাবী করছি ....আমার জন্য!
!
ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে ব্লাডই দ্বৈত যুদ্ধের সেরা বীর!
আমি নিরস্ত্রের সাথে লড়িনা। এটা ধর্ আর... মরার জন্য প্রস্তুত হ্।

ক্রমশ

জলদস্যুদের স্বর্গরাজ্য সাবায় আমাদের পূর্বপুরুষ যুদ্ধ করেছিলেন খুনে জোনাথান ব্লাডের সঙ্গে···দু'শ বছর আগের ঘটনা···
!!

ওরে শয়তান, প্রার্থনা করে নে । এবার তোর মৃত্যু···
!

অষ্টাদশ শতাব্দী···পঞ্চম অরণ্যদেব···
তোকে শেষ সুযোগ দিচ্ছি, যদি বাঁচতে চাস তো কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যা । বুঝেছিস !
তা কেন ? যুদ্ধ করব ।

দ্বৈতযুদ্ধের ঝঙ্কার ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে ।
ঠং
ঠাঁই
ঠং

!!!
ধকাস

!
গদাম
11/26

আর লড়বে ?
না···হার স্বীকার করছি ।
মেরে ফেলো । আমাদের রাজ্যে এটাই নিয়ম ।
না, আমার নিয়ম অন্য । ওকে মারব না ।

আমার নাম **ব্ল্যাকবিয়ার্ড** । ওকে আমি নেব । আমি লড়াই-ফড়াই করি না । সরাসরি খুন করি ! তোকে এক্ষুনি খুন করব !
!

ক্রমশ ● ১৮

এবার পঞ্চম অরণ্যদেবের সঙ্গে ব্ল্যাকবিয়ার্ড-এর যুদ্ধ··· জলদস্যুদের মধ্যে ব্ল্যাকবিয়ার্ড সবচেয়ে সাংঘাতিক···দাঁড়া, জল খেয়ে নিই।
বাবা, থেমো না!

ব্ল্যাকবিয়ার্ড তো তার পিস্তল পঞ্চম অরণ্যদেবের মুখের সামনে তাক্ করলো!···তারপর কি হলো বল্ তো!
কি?
রহস্য করো না, বলো!

অষ্টাদশ শতকের কাহিনী···জলদস্যুদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষটার মুখোমুখি হলেন পঞ্চম অরণ্যদেব···
আমি তোকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারি। কিন্তু তা আমি করব না···
তাহলে তুমি কি করবে ক্যাপটেন?

শত্রুদের আমি বুকে পিষে মেরে ফেলি। তাদের আর্তনাদ শুনতে মজা লাগে!
!
দারুণ তো। তাহলে শুরু করো।

আমি একবার তোর মতন একটা লোককে এইভাবে মেরেছিলাম।
সে কি আর্তনাদ করেছিল?

এর নাম গাঢ় আলিঙ্গন··· বুঝলি···হা-হা-হা···এইবার দেখ্···

আমাকে মটকে ভেঙে ফেলতে হলে আরও গাঢ়তর আলিঙ্গন দরকার।
*!:*6!*
12/3

এবার আমার পালা···
উঁহঃ, উঃ
ক্রমশ

উহ্... আমার পা..আর কোমরটা...তোকে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলব !
ওকে এবার শেষকরে দি।
না, ন্যায়-লড়াইয়েই জিততে হবে জুলিয়েট, নইলে সবাই বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে।

শাবা, জলদস্যুদের স্বর্গরাজ্য... ৫ম অরণ্যদেব বনাম ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকবিয়ার্ড ... এক মরণ-আলিঙ্গনে আবদ্ধ !
১০০ ব্ল্যাকবিয়ার্ডের ওপর ...
১০০ মুখোসধারীর জন্য ....
লড় .... লড়....
FALK & BARRY 12/10

তারপর, এক অবিশ্বাস্য শক্তির পরিচয়...সবাই বাকরুদ্ধ !
উ-হ-হ্...

ধ-পা-স

দাম্

অনেক হয়েছে... অনেক হয়েছে... আর না...
আর কেউ লড়তে চায়? আর কেউ ?
না, না... তুমিই শাবার রাজা হলে .... সব জলদস্যুদের রাজা !!

ক্রমশ

নতুন বিজয়ী
জলদস্যুদের মুখোসধারী রাজা
পানশালা

মজার ব্যাপার দেখ, যে-জলদস্যুদের সঙ্গে আমাদের চিরকালের শত্রুতা, তাদেরই রাজা হয়ে বসলেন অরণ্যদেব।

জলদস্যুদের স্বর্গরাজ্য সাবায় পঞ্চম অরণ্যদেব। অষ্টাদশ শতকের কাহিনী...
আবার আমাকে বাঁচালে। এবার আর তোমাকে চলে যেতে দেবো না। আমার সঙ্গে এসো।
জুলিয়েট, এখনও কিছু কাজ বাকি আছে।
12/17

তুমি তোমার লোকজনদের নিয়ে জাহাজে অপেক্ষা কর। আমি কিছুক্ষণ পরেই আসছি।
কথা দিলে কিন্তু!

হে সবার একচ্ছত্র অধিপতি...
হে জলদস্যু রাজ!

তোমার কোনো তুলনা নেই। তুমি শ্রেষ্ঠ। তোমাকে কি নামে ডাকব?
কিট।

হে রাজা... আমাদের... প্রিয়... কিট...

যেটা খুঁজছিলাম!
দাহ্য পদার্থ। সাবধান!

ক্রমশ

এদিকে জুলিয়েট... ক্যাপ্টেন আমাজন...
তার প্রিয়ের জন্য অপেক্ষারত...

আর দ্বীপের চূড়ায়... মদ্যপ জলদস্যুরা...
ঘরর..... হল্লা.....
ঘররররররর....

১৮শ শতাব্দী...৫ম অরণ্যদেব শাবায়... জলদস্যুদের স্বর্গরাজ্যে......
তুমি পানশালায় যাওনি কেন?
আজ আমার পাহারা দেওয়ার কথা আছে।
দাহ্য পদার্থ
সাবধান!

তোমার বদলি এসে গেছে!
ঠ-কা-স্

বারুদে ঠাসা... !!!
GUN POWD
দাহ্য পদার্থ
সাবধান!
FALK & BARRY 12/24

ভু-উ-ম

ক্রমশ

ভু-উ-ম
১৮শ শতাব্দী ; শাবাদ্বীপে...ভয়ংকর বিস্ফোরণ.....
TAVERNA
জুলিয়েট অ্যাডামস্...
"প্রাক্তন" জলদস্যুরাণী...
ক্যাপ্টেন আমাজন....
এইতো সবে ওকে ফিরে পেয়েছিলাম...আর এখন.... ও নেই!... সব শেষ। (কান্না)
FALK & BARRY 12/31
ওঃ প্রিয়... এত দেরী, কি হয়েছিল?
পরে বলবো তোমায়। এখন...
শাবা... জলদস্যুদের স্বর্গরাজ্য...
এখন ধ্বংসের পথে...

ক্রমশ

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে জলদস্যুদের সমস্ত বাড়ি-ঘর, ধনসম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস হয়ে গেল…
জলদস্যুদের মধ্যে কয়েকজন নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়ল… কয়েকজন ধরা পড়ে ফাঁসিকাঠে ঝুললো,অন্যরা বিপথে গেল ।

অষ্টাদশ শতক : পঞ্চম অরণ্যদেবের কাহিনী
অরণ্যদেব অরণ্যদেব
আমাদের বিয়ে হবে শাস্ত্রমতে… পুরোহিত আসবেন…আমি সাদা গাউন পরবো ।
তাই হবে ক্যাপ্টেন আমাজন,থুড়ি জুলিয়েট অ্যাডামস…

পিগমিরা এক পাদ্রীকে নিয়ে এলো বিয়ের অনুষ্ঠানে

…অতএব আমি ঘোষণা করছি (ঢোক গিলে) তোমরা এখন স্বামী-স্ত্রী

আমাদের মহান পূর্বপুরুষ প্রথম অরণ্যদেব মড়ার খুলি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন… আমরা সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেছি…
অবিচার,হিংস্রতা ও জলদস্যুতার বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করব ।
1/7

এরপর পঞ্চম অরণ্যদেব জুলিয়েটকে নিয়ে ঘর-সংসার শুরু করলেন । তাঁরা খুব সুখী হয়েছিলেন । যদিও জুলিয়েট 'জলদস্যু রানী' ।
কি দারুণ গল্প !
ঠিক…
সত্যি…
হাততালি
হাততালি
হাততালি

সাবা এখন এক শান্তির রাজ্য । যদিও সাবার দুঃস্বপ্ন কিভাবে শেষ হল কেউ জানে না ।
আগামী সংখ্যায় নতুন কাহিনী